**অতি জরুরি**
**ই-মেইল যোগে**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.mofl.gov.bd

নং-৩৩.০০.০০০০.১০৮.০৬.০০৯.১৯.৭৯

তারিখঃ ০৩ মাঘ ১৪২৫ / ১৬ জানুয়ারি ২০১৯

**বিষয়ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২২/০৫/২০১৪ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ।**

এইসাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২২/০৫/২০১৪ তারিখের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ করা হ'ল। প্রতিবেদনে উল্লিখিত নির্দেশনার মধ্যে কোন্ কোন্ গুলি প্রতিপালিত হয়েছে, কোন্ কোন্ গুলি আংশিক বা আদৌ প্রতিপালিত হয়নি সে সংক্রান্ত একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন ০৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে প্রেরণের জন্য নির্দশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল।

সংযুক্তিঃ ০৬ (ছয়) পাতা।

(মোঃ গোলাম মোস্তফা)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৬৬৯৬
ই-মেইলঃ dsmofla@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, কাওরানবাজার, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব (প্রাণিসম্পদ-২), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
৩. যুগ্মসচিব (মৎস্য/ব্লু-ইকোনমি/প্রাণিসম্পদ-১)/যুগ্মপ্রধান,মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
৪. মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ফার্মগেট, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।
৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা।
৮. উপ-পরিচালক (যুগ্মসচিব), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
৯. অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রাম।
১০. রেজিষ্ট্রার, বাংলাদেশ ভেটেরিনারী কাউন্সিল, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।

অনুলিপি :

১. সচিবের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২. অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ( অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩. অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা
www.mofl.gov.bd

নং- ৩৩.০০.০০০০.১০৮.০৬.০১৪.১৪-১০৩৩

তারিখ ঃ ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১ বঙ্গাঃ / ০২ জুন ২০১৪ খ্রিঃ

বিষয়ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় পরিদর্শন প্রতিবেদন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২২-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন প্রতিবেদন সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতৎসংগে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত ঃ ০৫(পাঁচ) পাতা।

২১/৫/১৪

( মোঃ আবদুস ছাত্তার )
উপ-সচিব (প্রশাঃ-২)
ফোন ঃ ৯৫৭৬৬৯৬
e-mail: dsmofla@gmail.com

সিনিয়র সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়,
পুরাতন সংসদ ভবন,
তেজগাঁও, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

# মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রণালয় পরিদর্শন প্রতিবেদন

**মন্ত্রণালয়ঃ** মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

**স্থানঃ** মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

**তারিখ ও সময় ঃ ২২ মে, ২০১৪, বৃহস্পতিবার সকাল ১০ঃ৩০ মিনিট।**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২ মে, ২০১৪ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনে আসেন। পরিদর্শনকালে তিনি মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহের প্রধানগণের সাথে এক মত বিনিময় সভায় মিলিত হন।

সভার শুরুতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. শেলীনা আফরোজা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা ও যাঁর নেতৃত্বে এই অর্জন সেই মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে সভার কাজ শুরু করেন। প্রথমেই তিনি এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক কে স্বাগত বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানান।

মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক বক্তব্যের শুরুতে তাঁর সশ্রদ্ধ সালাম নিবেদন করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি যার জন্ম না হলে পৃথিবীর বুকে ও মানচিত্রে বাঙালি জাতি একটি স্বাধীন সার্বভৌম আবাসভূমি পেতো না। এজন্য মানুষ বলে

"যতদিন রবে পদ্মা, মেঘনা
যমুনা বহমান, ততোদিন
রবে তোমার কীর্তি
শেখ মুজিবুর রহমান।"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শত ব্যস্ততার মাঝেও এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময়ের জন্য সময় দেয়ায় মাননীয় মন্ত্রী তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই বলেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় তিনটি কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, প্রথমতঃ ১৫ কোটি ২৫ লক্ষ জনগোষ্ঠির পুষ্টির চাহিদা যোগান দাতা হিসেবে এ মন্ত্রণালয় জন্ম লগ্ন থেকে কাজ করে যাচ্ছে; দ্বিতীয়তঃ গ্রামাঞ্চলে ভুমিহীন কৃষক, বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এ মন্ত্রণালয় ব্যাপকভাবে সংশ্লিষ্ট; তৃতীয়তঃ দারিদ্র্য বিমোচনে এ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি সার্বিক গুরুত্ব বিবেচনা করে এ মন্ত্রণালয়ের প্রতি সদয় দৃষ্টি রাখার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কে অনুরোধ জানান।

এ পর্যায়ে উপস্থিত কর্মকর্তাগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরিচিত হন। অত:পর ভারপ্রাপ্ত সচিব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনামূলক সদয় বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই মন্ত্রণালয়ের সকল স্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী, ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার সকল প্রতিনিধিগণকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি জানান যে, সরকার গঠনের পর থেকে তিনি প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয়ে পরিদর্শনে যাচ্ছেন এবং মন্ত্রণালয়ের কি কি প্রকল্প এবং কর্মসূচি আছে সে সম্পর্কে অবহিত হচ্ছেন। প্রকল্প বাস্তবায়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করছেন। তিনি আরো বলেন, তাঁর গত মেয়াদে সরকার গঠনের পর তিনি মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় করেছেন। তিনি আরো বলেন যে, বাংলাদেশে অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল বিভিন্ন স্থানে জালের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যা আমাদের মূল্যবান সম্পদ। এ সমস্ত উৎস থেকে মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, আহরণ এবং মানুষের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রফতানি ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর এ শিক্ষা আমাদেরকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে সহায়তা করছে। তারই ধারাবাহিকতায় সংবিধানের আলোকে দেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে পরিচিতি করাই হচ্ছে এ সরকারের মূল উদ্দেশ্য। তিনি তাঁর বক্তব্যে আরোও জানান যে, রাজনৈতিক দল হিসেবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তাঁর নির্দিষ্ট মেয়াদে সর্বোচ্চ উন্নয়ন, জাতি গঠন এবং সমাজ সেবামূলক কাজ করছে। এ ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার ফলে সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে জিডিপি ৬ এর উপরে ধরে রাখা সম্ভব হবে। তিনি গর্ব করে বলেন বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগপূর্ণ দেশ হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে এ দেশের মাথা পিছু আয় ১১৮০ ইউএস ডলার।

সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিম্নলিখিত বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে দিক নির্দেশনা প্রদান করেনঃ

(১) এ মন্ত্রণালয় মৎস্য সম্পদ এবং হালাল মাংস বিদেশে রফতানি করে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে। আমাদের দেশে হালাল মাংস সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহে রফতানি করার সুযোগ রয়েছে।

(২) প্রবাসে বাংলাদেশীদের বিরাট বাজার রয়েছে যেখানে প্রবাসী বাঙালিরা তাদের ঐতিহ্যবাহী খাবার হিসেবে মাছ এবং মাংসকে খাদ্য তালিকায় রাখে। ফলে বিদেশের বাজারের পাশাপাশি বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে বিদেশে গড়ে ওঠা মার্কেটে মৎস্য এবং মাংস রফতানির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

(৩) এক সময় বাঙালিরা মাছে ভাতে বাঙালি হিসেবে পরিচয় দিতে সমধিক পছন্দ করত, এখন দুধে ভাতে বাঙালিদেরকে পরিচয় করাতে হবে। এজন্য উন্নত জাতের গরু, গাভি, মহিষের জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির পদক্ষেপ নিতে হবে।

(৪) এখন অনেক বিদেশী বিনিয়োগকারী চামড়া শিল্পে বিনিয়োগ করছে। কুমির থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাণির চামড়া সঠিকভাবে প্রক্রিয়া করে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

(৫) বর্তমান সরকার ও অব্যবহিত পূর্বের সরকারের সময় বাংলাদেশ সমুদ্র বিজয় করেছে। এতে করে সমুদ্রসীমার বিস্তৃতি ও পরিধি বেড়েছে। সমুদ্র বিজয়ের ফলে সমুদ্রের পরিধি ও বিস্তৃতি বেড়ে যাওয়ায় গভীর সমুদ্রে মাছ সংরক্ষণ ও আহরণ করা দরকার। সামুদ্রিক মাছ আহরণ নিয়ন্ত্রিত এবং সঠিক পদ্ধতিতে হওয়া আবশ্যক। এ জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(৬) জাতীয় মাছ হিসেবে ইলিশের গুরুত্ব অপরিসীম। একে রক্ষা করতে হবে। জাটকা নিধন বন্ধ কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং এ জন্য এ সরকারের সময়েই জাটকা ধরা থেকে বিরত থাকার জন্য মৎস্যজীবী জেলে সম্প্রদায়কে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে, যা এখন পরিবার প্রতি ৪০ কেজি।